১৪-০১-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের সুখের দিন এবার এসে যাচ্ছে, তাই লোক লাজ, কলিযুগী কুলের মর্যাদা ছেড়ে এবার তোমরা উপার্জন করো, বাবার থেকে পুরো বর্সা নাও।"

প্রশ্ন :- কোন্ পুরুষার্থের দ্বারা অন্তিম সময়ে যথা মতি তথা গতি হবে ?

উত্তর :-- বাবা বলেন : বাচ্চারা, তোমরা আজ পর্যন্ত যা কিছু পড়েছ সেই সব ভুলে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো - চুপ থাকো ।নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করো, বাবা বাচ্চাদের কোনো কষ্ট দেন না, কিন্তু দরজায় দরজায় ঘোরা থেকে বাঁচিয়ে থাকেন । গরীব বাচ্চা যারা বিবাহ ইত্যাদির জন্য ধার করে থাকে, বাবা সেখান থেকেও তাদের মুক্ত করেন । বাবা বলেন বাচ্চারা তোমরা তোমাদের পবিত্রতা ও সততার দ্বারাই লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ হবে ।

গীত :-- ধৈর্য ধর রে হে মানব.....

ওম্ শান্তি । এই গান হলো ভক্তি মার্গের যার অর্থ সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না । শুধুমাত্র তোমরা বাচ্চারাই জানো । এবার সত্যি সত্যিই সুখের দিন আসছে যার জন্য আমরা এত পরিশ্রম করছি । যত পরিশ্রম করবো তত বেশি সুখ পাব। শ্রীমতে চলে নিজের ঝুলি ভরো । ভক্তিমার্গকে বলা হয়ে থাকে ব্রহ্মার রাত । তারা এটা জানেনা যে, পবিএ বাবা কবে আসবেন । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, কলিযুগের শেষ আর সত্য যুগের শুরুকেই সঙ্গমযুগ বলা হয়ে থাকে । এখন তোমরা ওদেরকে কুম্ভকর্ণের ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলো । মানুষ একমাত্র পতিত পাবন ,জ্ঞানের সাগর বাবাকেই স্মরণ করে থাকে ।ওই সাগরকে তো স্মরণ করো না যার থেকে এই জলের নদীর উৎপত্তি । সাগর আর নদীর নয় ,ওখানে তো নদীর সঙ্গম হয়, বিশেষত্ব যদি বলো, তা হল সাগরের সাথে নদীর মেলার। সাগর তো অবশ্যই প্রয়োজন তাই না! সত্যযুগের স্থাপনকারী সত্যিকারের পিতা নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্যিকারের কাহিনী শুনিয়েছেন । স্মরণও তাঁকেই করা হয় যে হে পতিত পাবন এসো। তাহলে যখন পরমাত্মা আসেন তখনই বলা যেতে পারে যে আত্মাদের সাথে পরমাত্মার মিলনই হল সঙ্গমযুগ। এটাই হল প্রকৃত মিলন । তুমি লিখতে পারো -- প্রত্যেক আত্মা আর পরমাত্মার এই একটাই --পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই মেলা লেগে থাকে । সেখানে পতিত সৃষ্টি বদলে পবিত্র অবশ্যই হয়ে যায় । ওটা হল পতিত দুনিয়া আর এটা হল পবিত্র দুনিয়া ।এটাই হল সত্যিকারের মিলন, যেখানে পবিএ বাবা স্বয়ং এসে অপবিত্র আত্মাদের পবিত্র বানিয়ে নিজের সাথে নিয়ে যান। পরমাত্মা আর আত্মাদের মিলন শুরু হয়- অপবিত্র দুনিয়াকে পবিত্র বানানোর জন্য । তাই এর কার্টুনও বানানো প্রয়োজন । বাবা এইসব আগে থেকেই বুঝিয়ে থাকেন । সাধারণত লোকে শিবরাত্রি উপলক্ষে ত্রিবেণীতে গিয়ে থাকে ।এই সব বোঝানোরও নেশা থাকতে হবে । যে নিজে খুব ভালো করে বুঝতে পারবে, সে যুক্তি দিয়ে বোঝাবে। নাহলে শুধু বকেই যাবে । কুম্ভ মেলার অর্থের কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা সেটা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে । এই হলো সঙ্গম যেখানে অপবিত্র দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়াতে পরিবর্তিত করা হয়। তাহলে এটাই হল সত্যিকারের মেলা । তারা কুম্ভকর্ণের মতো অজ্ঞানায় ঘুমিয়ে আছে । পরমাত্মার বিষয়ে বলে দেয় যে পরমাত্ম সর্বত্র বিরাজমান । উনি হলেন পতিত পাবন। ওনাকে তো আসতেই হবে পবিত্র দুনিয়া বানানোর জন্য । তোমরা জানো যে, এটাই হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, যেখানে আরোহী কলা হয় ।সত্য যুগের পর

আবার নীচে নামতে থাকে । যে সময় চলে গেছে সেটা বলা হবে -- সম্পূর্ণ হয়েছে । পুরানো হতে হতে একদমই পুরানো হয়ে যাবে । তোমাদের স্বস্তিকা চিহ্নও এইভাবে বানানো হয়েছে -- সতোপ্রধান, সতো, রজো তম..... তোমরা জানো আমরা এখন বাবার কাছ থেকে সদাকালের জন্য বর্সা পাওয়ার পুরুষার্থ করছি । বাবা পুরুষার্থও খুব সহজ করিয়ে থাকেন ।কোনো সমস্যা বা দরজায় দরজায় ঘোরা থেকেও রক্ষা করেন । বিবাহ ইত্যাদিতে কত খরচা হয়ে থাকে । গরিবদের তো ধার করেও বিয়ে দিতে হয়। বাবা এই ধার ইত্যাদি থেকেও মুক্ত করেন । নরকে যাওয়া থেকেও রক্ষা করেন । খরচা ইত্যাদি থেকেও বাঁচান। সেই কারণে অনেক গরীব এখানে আসে । কত ভালো ভালো কন্যারাও আসতো, হঠাত কামনার ঝড় এল, তারা বিয়ে শাদি করে নিল। বিবাহ করে আবার আফসোস করে -- যে বড় ভুল হয়ে গেছে । সময় তো লাগবেই । তাই বাবা কতই না বাঁচাবার চেষ্টা করে থাকেন । ধনবানরা আসতে চায় না । তারা না নিজেরা বর্সা নেয় না স্ত্রী - পুত্র - কন্যাদেরকে সত্যিকারের কামাই করতে দেয়। গরিবদের মধ্যেও অনেক নোংরা রীতি-রেওয়াজ আছে । লোক - লাজ, কুল মর্যাদা তাদের ঘায়েল করে ফেলে । বাচ্চারা ঠিক ঠাক পড়াশুনা না করলে তারা নরকে প্রবেশ করে । বাবা সেই নরক থেকে মুক্ত করতে এসেছেন । কেউ কেউ তো মুক্ত হতেও চায় না । জানোয়ার তো নয় যে নাকের মধ্যে দড়ি বেঁধে তুলে বাঁচাবে । বাবা বুঝিয়েই চলেছেন । বাবা বাচ্চাদের স্রষ্টা হওয়ার কারণে বোঝাতে থাকেন যে, বাচ্চারা তোমরা সত্য পথে কামাই করো , আর তোমাদের বাচ্চাদেরও করাও । কতই না ঝগড়া-ঝাঁটি চলতে থাকে । স্ত্রী আসে তো স্বামী আসে না, স্বামী আসে তো আবার বাচ্চারা আসে না -- এইজন্য ঝামেলা চলতেই থাকে । সবকিছু ভালো ভাবে বোঝাতে হবে । মূল কথাই হল পবিত্রতা ।

বাচ্চারা বাবাকে লেখে, বাবা আমার রাগ এসে যায়। তাই বোঝাতে হবে যে, তুমি বাচ্চাদের ওপর কেন ক্রোধ করো? যদি বাচ্চারা দুষ্টুমি করে তো তাদেরকে কেবল মাত্র একটি ছোট ঘরে আটকে রাখো । হাত পা বেঁধে দাও অথবা খাবার দিও না । এটা রাগ নয়। কৃষ্ণের জন্য দেখানো হয়েছে যে, - যশোদা কৃষ্ণের হাত বেঁধে তাকে কাঠের গুড়িতে বেঁধে রাখতেন । কিন্তু সেরকমটা ঘটতো না ।সেখানে তো সব বাচ্চারা খুবই পুরুষোত্তম ও আনন্দে উচ্ছাস থাকতো । এখানেও তো কোনো কোনো বাচ্চা খুবই ভালো । তারা সুন্দর ভাবে শৃঙ্খলা মেনে অন্যদের সাথে কথা বলে । এখানে তো অনেক বাচ্চা আছে । কেউ কেউ তো শ্রীমত অনুসরণ করে না, নিয়ম শৃঙ্খলার পথেই চলে । নিয়ম-শৃঙ্খলাও তো রয়েছে না ! মিলিটারিতে যারা কাজ করে, তারা জিজ্ঞাসা করে -- বাবা ওখানে তো ওদের খাবারই খেতে হয়, কি করব বাবা? বাবা বলেন -- চেষ্টা করো শুদ্ধ জিনিস খাওয়ার। পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে যদি খেতেই হয়, তবে দৃষ্টি দিয়ে খাও, আর কি করবে ! রুটি তো পাওয়া যায়। মধু, মাখন, আলু এগুলো খেতে পার। একবার যেটা অভ্যাস করবে সেটাই চলতে থাকবে। প্রতিটি বিষয় জিজ্ঞাসা করেই করা উচিত। বাবা সব কিছু সহজ করে দেন। সব চেয়ে ভাল হল পবিত্র থাকা। কোনো কোনো বাচ্চা তো এমন আছে যে নিজের বাড়িটাকেই ছারখার করে দেয়। বাবার সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে বাড়ির বদনাম করে। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এখন রয়েছে যে আমাদের সুখের দিন এখন আসছে। তবে পুরুষার্থ করে আমরা উচ্চ পদ লাভ করি না কেন। পুরুষার্থের দ্বারা উচ্চ পদ লাভ করা সম্ভব। মাম্মা বাবা সিংহাসনে বসেছেন। জ্ঞান - জ্ঞানেরশ্বরী হন, পরে রাজ-রাজেশ্বরী। ঈশ্বর তোমাদেরকেও জ্ঞান প্রদান করেন। তাই তোমরাও এই জ্ঞানকে গ্রহন করে তারপর অন্যদেরকেও নিজ সমান বানালে তোমরাও রাজ-রাজেশ্বরী হবে। মা - বাবাকে ফলো করা উচিত। এতে অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো ব্যাপারই নেই। সন্ন্যাসীদের অনেক ফলোয়ার তৈরি হয়,

কিন্তু ফলোয়াররা ফলো করে না। সন্ন্যাস ধর্ম যিনি গ্রহন করবেন বাড়িতে তার মন বসবেই না। তার দ্বারা সন্ন্যাসী হওয়ার পুরুষার্থ তখন অবশ্যই হবে। ভক্তি মার্গ শুরু হয় ড্রামা অনুসারেই। সতো, তমো, রজো - তে সবাইকে আসতেই হয়। সবার আগে শ্রীকৃষ্ণকে দেখ -- ওঁনাকে ৮৪ জন্ম অবশ্যই নিতে হয়। তখন তিনি অন্তিম জন্মে থাকলে তবে তিনি শুরুতেই আসবেন। লক্ষ্মী - নারায়ণ হলেন নম্বর ওয়ান, তাঁদের আবার শেষে ৮৪ জন্ম অবশ্যই নিতে হয়। তাঁদের জগতের নাথ কে বানিয়েছেন ? কখন তাঁরা এই আশীর্বাদ পেয়েছিলেন ? তোমরা বাচ্চারা জান যে তারা সঙ্গমেই এই উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন। পুরো রাজধানী স্থাপন অবশ্যই হবে। ব্রাহ্মণরা ৮৪ জন্ম নিয়েছেন, যারা এখন এই পার্ট প্লে করছেন। এ হল বোঝার বিষয়। কিন্তু কেউ এটা তো কেউ ওটা ধারণ করে.... এতেই হল পুরুষার্থ। বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ দ্বারা সামনে বসে বলেন -- আমি এসেছি, আমাকে স্মরণ করলে যোগের দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। আত্মা বলে, হ্যাঁ বাবা আমি কানের দ্বারা শুনি। শরীর ছাড়া আপনি রাজযোগ কীভাবে শেখাবেন। শিব জয়ন্তীও রয়েছে। আমি আসি -- কিন্তু কেউ সেটা বুঝতে পারে না ।

বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে আমি কল্প - কল্প ব্রহ্মার তনেই আসি, যিনি ৮৪ জন্ম গ্রহন করেন। এর কোনো রকম হেরফের হয় না। ইনি রাজ - রাজেশ্বর ছিলেন, আবার এখন জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী হয়ে পুনরায় রাজ - রাজেশ্বর হন। এই ড্রামা পূর্ব থেকেই রচিত। গাওয়াও হয়ে থাকে -- ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শংকর। প্রজাপিতা তো ব্রহ্মাকেই বলা হবে। বিষ্ণু বা শংকরকে তো বলা হবে না। প্রজা অর্থাৎ মানুষ। বলা হয় যে মানবকে-ই দেবতা বানাই। নতুন কোনো রচনা করেন না। বাবা জিজ্ঞাসা করেন -- বাচ্চারা স্বর্গে যাবে? নিজেকে উৎসর্গ করবে? *"আমি এসেছি -- এখন আমাকে স্মরণ কর"* যতটা সম্ভব দেহধারীদেরকে কম স্মরণ কর। হ্যাঁ, তোমরা হলে কর্মযোগী। সারাদিনে কাজকর্ম করো, কিন্তু তার সাথে সাথে এই স্মরণের যাত্রাতেও থাক, যাতে অন্তিম সময়েও আমারই স্মরণ হয়। নইলে যার প্রতি টান থাকবে সেখানেই জন্ম নিতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে বাবাকে স্মরণ করাতেই বেশি মেহনত লাগে। *বাবা বলেন রাত জাগো। তোমাদের শরীর খারাপ হবে না। যোগের ফলে তো আরো অনেক বেশি শক্তি পাবে। স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে চক্রকে ঘোরাও। হে নিদ্রাকে পরাভবকারী আমার আদরের বাচ্চারা। যাঁর রথ তিনি নিয়েছেন, তিনি তাঁকেই বলেন*।

তোমরা জান রাজ - রাজেশ্বরও তিনিই হন যিনি নিদ্রাকে জয় করতে পারেন । দিনে তো তোমাদের সার্ভিস করতেই হবে, উপার্জন করতে হবে রাতে। ভক্তরা অনেক সকাল সকাল ওঠে। গুরুরা তাদের বলেন মালা জপ করতে হবে। যখন কাজকর্ম কর তখন তো জপ করতে পারা যায় না। কেউ কেউ পকেটে রেখে মালা জপ করে। তাই সকালে উঠে স্মরণ করতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। এভার হেল্দী হতে হলে এভার স্মরণ করতে হবে। তবেই অন্তিম কালে যথা মতি তথা গতি হয়ে যাবে। অনেক বড় পদ প্রাপ্ত হবে, এর মধ্যে এদিক ওদিক থেকে ধাক্কা খাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। চুপ করে কেবল স্মরণ করে যেতে হবে। বাদবাকি যা কিছু পড়েছ সেই সব ভুলে যেতে হবে। বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা জেনে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। *আত্মাই শরীরের দ্বারা কাজ করায়। আত্মাই করে এবং করায়। এই সব পয়েন্টস খুব ভাল ভাবে ধারণ করলে তবেই যোগ্য হতে পারবে। যে নিজে বুঝে নিয়ে অন্যদেরকে বোঝায় -- বাবা তাকে যোগ্য মনে করেন*। স্বর্গে উঁচু পদ পাওয়ার উপযুক্ত সে। যে বুঝতেই পারে না, তাকে

বাবা উঁচু পদ পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করবেন না। বাবা তো বলেন উপযুক্ত হও -- রাজা - রানী হওয়াও জন্য। তাদেরকেই সুপুত্র বলা হবে। এই কথাটাই বুঝতে হবে আর কিছু করতে হবে না। বাবা বাদবাকি আর সব কিছুর থেকে মুক্ত করে আনেন। (অন্তিম কালে যাতে স্ত্রীও স্মরণে না আসে) শুধু মাত্র এই একটা জিনিসই স্মরণ করতে হবে ।

যারা সার্ভিসেবল বাচ্চা, তারা বাবার মুরলী থেকে ঝটপট কার্টুনও বানিয়ে ফেলবে। বিচার সাগর মন্থন করবে। বাচ্চাদেরকে সার্ভিস করতে হবে। বাবার আশীর্বাদ সার্ভিসেবল বাচ্চাদের প্রতিই থাকে। আশির্বাদও নম্বর অনুসারেই হয়ে থাকে। *এই অসীমের (বেহদের) পিতা সকল বাচ্চাদের উদ্দেশ্যেই বলেন -- ফলো মাদার - ফাদার*। এখন ফেল হয়ে গেলে কল্পান্তর ফেল হতে থাকবে। আচ্ছা --

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) *বাবার আশীর্বাদ নিতে হলে সার্ভিসেবল হতে হবে। নিজ সমান বানানোর সেবা করতে হবে। এখন জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী হয়ে তারপর রাজ - রাজেশ্বরী হতে হবে*।

২) *এক বাবার স্মরণে থাকার মেহনত করতে হবে। কোনো দেহধারীর প্রতি যেন টান না থাকে। নিদ্রাজয়ী হয়ে রাতে উপার্জন করে জমা করতে হবে*।

বরদান : -- *নিজের নিশ্চিত স্থিতির দ্বারা শ্রেষ্ঠ টাচিং - এর আধারে কার্য সম্পাদনকারী সফলতা মূরত ভব*

যে কোনো কাজ করার সাথে সাথে এটাও যেন স্মৃতিতে থাকে যে "বড় বাবা বসে আছেন" তবে সদা নিশ্চিন্ত স্থিতি থাকবে। এই নিশ্চিন্ত স্থিতিতে থাকাও হও সবচেয়ে বড় বাদশাহী। আজকাল সবাই হল ফিক্র - এর অর্থাৎ চিন্তার বাদশাহ। আর তোমরা হলে বেফিকর (চিন্তা মুক্ত) বাদশাহ। যারা সব সময় চিন্তা করতে থাকে তারা কখনোই সফলতা লাভ করতে পারে না। কেননা তারা চিন্তাতেই সময় আর শক্তি দুটোকেই নষ্ট করে ফেলে। যেটার জন্য চিন্তা করে সেই কাজটাকেই বিগড়ে দেয়। কিন্তু তোমরা নিশ্চিন্ত থাক বলে সময় মতো শ্রেষ্ঠ টাচিং হয়ে থাকে আর সেবাতেও সফলতা লাভ হয়।

স্লোগান : -- জ্ঞান স্বরূপ আত্মা সে-ই যার প্রতিটি সংকল্প, প্রতিটি সেকেন্ড সমর্থ হবে।

তপস্বী মূর্ত হও

দুঃখী আত্মাদের মনে যেমন বাজতে থাকে যে বিনাশ যাতে হয়ে যায়, তেমনই তোমরা বিশ্বকল্যাণকারী আত্মাদের মনেও এই সংকল্পই যাতে উৎপন্ন হয় যে এখন তাড়াতাড়ি যেন সকলের কল্যাণ হয় তাহলেই সমাপ্তি হবে। তার জন্য তপস্বী স্বরূপে স্থিত হয়ে নিজের শুভ – বৃত্তি দ্বারা কল্যাণকারী কিরণ চারিদিকে ছড়িয়ে দাও।